Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২২ জুলাই, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২১ জুলাই, ২০১৪ ৪ শ্রাবণ, ১৪২১

কৃষক সেতুর করুণ হাল

দক্ষিণ দামোদরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বর্ধমানের কৃষক সেতু ভাঙাচোড়া অবস্থা বিপন্ন করে তুলেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এ বি টি এ-র ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ জুলাই : শাসকদলের মদতে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সাধারণ অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের আতঙ্কিত করেছে। বর্ধমান জেলার বেশ কিছু স্কুলে বামপন্থী শিক্ষক অথবা শিক্ষাকর্মীদের উপর হামলা বাড়ছে। তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দীর্ঘদিন স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ আছে। ফলে লেখাপড়া একেবারে শিকেয় ওঠার অবস্থা।

এরই প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বর্ধমান জেলা কমিটি ডি আই'র কাছে ১৮ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেনারেল ট্রান্সফার স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে, নতুন নিয়মে আয়কর ভবিষ্যতনিধি, বি ট্যাক্স জমা পরার নথি স্কুলগুলিকে দিতে হবে, স্পনসরড বিদ্যালয়গুলিতে পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিধি অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে প্রভৃতি।

ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত, নুরুল হক, তাপস যশ, শশধর মিস্ত্রি, ডঃ অসিত সাধু, তাহেরা খাতুন প্রমুখ। ডি আই অপর্ণা গুপ্ত জানান দাবিগুলি যতখানি তাঁর দ্বারা সম্ভব মেটাবেন বাকি রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটিভস্ ইউনিয়নের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ জুলাই : মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটিভরা শুধু ব্যাগ কাঁধে করে ডাক্তারের চেম্বারে চেম্বারে ঘুরে বেড়ান না, তাঁরা সমাজের বন্ধুও। এমনই মানবিক মুখ দেখা গেল বৃহস্পতিবার স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের বর্ধমান শাখায়। অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস্ রিপ্রেজেন্টটিভস্ ইউনিয়ন, বর্ধমান আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এদিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৫০ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি সৈকত বর্মন, সম্পাদক রাফে-উল-ইসলাম সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা।

জ্যোতি বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : জননেতা জ্যোতি বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ও বিটি রণদিভের স্মরণে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ১এ জোনাল কমিটির উদ্যোগে গত এক বৎসর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ১৬ জুলাই ইস্পাতনগরীর বি'জোনের দেশবন্ধু ভবনে, 'কমরেড জ্যোতি বসুর কর্মধারা আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কাজ' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আলোচক ছিলেন সি পি আই(এম) জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম কোঙার। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনের এই দুই কিংবদন্তী নেতার সাথে দুর্গাপুরের, বিশেষ করে ইস্পাত শ্রমিক আন্দোলনের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের কথা স্মরণ করে প্রকাশিত 'দুই কিংবদন্তী ও সংগ্রামী দুর্গাপুর' নামক একটি পুস্তিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অরিন্দম কোঙার। সভাপতিত্ব করেন জোনাল সম্পাদক সন্তোষ দেবরায়।

১৯ জুলাই ইস্পাতনগরীর আশীষ জব্বর ভবনে, 'কমরেড জ্যোতি বসুর জীবনালোকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় রথীন রায় বলেন, জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পার্টি সঠিক মতাদর্শগত অবস্থান থেকে, ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীকে ভিত্তি করে যে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। দুর্গাপুরের শক্তিশালী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জ্যোতি বসুর অসামান্য অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতিত্ব করেন জোনাল কমিটির সম্পাদক সুশান্ত ব্যানার্জী।

গাজা ভূখণ্ডে হামলা, রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ জুলাই : মেমারি পৌর এলাকার ১৬ টা ওয়ার্ড নিয়ে সি পি আই(এম)-র ডাকে ১৮ জুলাই মেমারি চকদিঘি মোড়ে জনবিরোধী রেল ও সাধারণ বাজেট ও গাজা ভূখন্ডে হামলার প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়িকা সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, মেমারি-১ জোনাল সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার, অনুপম ব্যানার্জী, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ। অবস্থান সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টি নেতা সনৎ ব্যানার্জী। বক্তারা জনবিরোধী রেল ও সাধারণ বাজেটে তাপস পালের কুরুচিকর মন্তব্যে ও তার সাংসদপদ খারিজ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ও মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্য জুড়ে খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখন্ডে ইজরাইলি হামলার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বলেন নারী শিশু সহ নিরাপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে ইজরাইল।

প্রয়াত স্বপন সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ : সি পি আই(এম) খণ্ডঘোষ জোনাল কমিটির সদস্য ও সর্বক্ষণের কর্মী স্বপন সরকার(৫৮) ৯ জুলাই গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার। তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, উদয় সরকার, বীরেশ মণ্ডল, দেশবন্ধু হাজরা, মীর্জা আক্তার আলি, মহফুজ রমহান, অর্পণ ঘোষ, মুনসী হান্নান মোল্লা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের এ টি এম পরিষেবা উদ্বোধন হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুলাই : সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং প্রাণী সম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ১৫ জুলাই বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের এ টি এম পরিষেবার উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে পরিষদীয় সচিব উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু বক্তব্য রাখেন। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জহরলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হয়নি। নিয়মকানুন মেনেই ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এদিন বর্ধমান, কাটোয়া, দুর্গাপুর, রায়নার শ্যামসুন্দর ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ৫টি এ টি এম পরিষেবা চালু হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাবার্ডের ডেপুটি ডিভিশনাল ম্যানেজার পার্থ মণ্ডল, ব্যাঙ্কের চিফ এক্সিকিউটিভ চিন্ময় গুপ্ত, জেলার তিনটি রেঞ্জের এ আর সি এস রা এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

দেবেশ ঠাকুর

নাট্যজননী

গোপাদিকে আমি জানতাম বহু বছর আগে থেকে। প্রায় চার দশক। চিনতাম তিন দশকেরও বেশি। আমাদের বীরভূমের বাড়িতে প্রতিবছর তিন/চার দিন ধরে রাসযাত্রার আসর বসে। আগে বোলপুরের শক্তি সাহার দলের বাঁধা আসর ছিলো। এই দলে অভিনয় করতেন শম্ভু বাগ, রাখাল সিংহ প্রমুখ। সতীর ঘাট, সোনাই দিঘি—এইসব পালা। গোপাদিকে তখনই এই দলে অভিনয় করতে দেখি। তিরিশের কোঠায় বয়স। ছোটখাট গড়ন। কিন্তু খুব উজ্জ্বল। আমরা তখন অর্বাচীন বালক। হ্যাজাক লাইটের আলোয় তিনি দীপ্তিময়ী। বর্ধমানে রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে গোপাদির জাহানারা দেখেছি। তখন রাজকলেজের ছাত্র আমি। মঙ্গল চৌধুরী সাজাহান। ললিত কোনার ঔরঙ্গজেব। মৌলিকের সে এক অনবদ্য প্রযোজনা। 'এ বড়ো দুঃসংবাদ জাহানারা'—সেই গম্ভীর স্বরক্ষেপণ আজও কানে বাজে।

'এ বড়োই দুঃসংবাদ।' গোপাদি বলে গেলেন মৌলিকের ছেচল্লিশতম জন্মদিনে। দিদি বলছি। তিনি আমার মাতৃস্বরূপিণী। আমারই না, অনেকেরই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর বছর। 'স্বভাবতই মরণ-বরণের স্বচীয় অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছিল'— এসব কথা গোপাদির ক্ষেত্রে খাটে না। একুশ থেকে তেইশ জুন রবীন্দ্রভবনে মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের উৎসবে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। একুশ তারিখ আমাকে তিনবার ফোন করেন। 'তুমি যেন এসো। এই মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্র তুমিই গড়েছিলে একদিন। মঙ্গলদার প্রতি শ্রদ্ধায়। তুমিই প্রথম সম্পাদক। তুমি না এলে খুব কষ্ট পাবো।' সেদিন প্রবল আকাশভাঙা বর্ষণ। রেইনকোট নিয়ে বেরিয়েও যেতে পারি নি। পরের দু'দিন আমাদের সংস্থা উজানের অনুষ্ঠান ছিলো। যাওয়া হয়নি। একই দিনে দুটো অনুষ্ঠান থাকায় গোপাদির একটু অভিমান হয়েছিল। স্বাভাবিক। মঙ্গল চৌধুরী উৎসবে সবাই আসুক এটা যেমন চাইতেন, সব অনুষ্ঠানে তিনি যেন উপস্থিত থাকতে পারেন, সেটিও

—এরপর চারের পাতায়

মননে, চিন্তনে, শ্রেষ্ঠ শারদ সম্ভারে আমরা আছি থাকবো জিতবো পাঠকের ভালোবাসায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৪

প্রকাশিত হবে মহালয়ার আগেই সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে

- ☐ আপনিও পাঠাতে পাড়েন আপনার মূল্যবান প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত ।
- ☐ কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- ☐ জেরক্স বা কার্বন কপি বিবেচনাযোগ্য নয়।
- ☐ সরাসরি আমাদের email-এ লেখা পাঠাতে পারেন। তবে হার্ড কপিও পাঠাতে হবে।

সম্পাদক
নতুন চিঠি
৬২ বি সি রোড, বর্ধমান -১

email:
weeklynatunchithi@gmail.com
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২১ জুলাই, ২০১৪

ইতিহাসের শিক্ষা নেয়নি ইজরায়েল

ফ্যাসিবাদের অন্যতম কুখ্যাত পুরুষ হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে নৃশংস ভাবে গ্যাসেচেম্বারে, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নিহত হয়েছিলেন ষাট লক্ষ ইহুদি নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাননি। সেই ইহুদিদের রাষ্ট্র ইজরায়েলের নিষ্ঠুর আক্রমণে গাজা ভূখণ্ডে নিহত হয়ে চলেছে হামাস মুসলিম গোষ্ঠীর শতশত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ।

অথচ ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ইহুদিরা তো ভূইফোঁড় জাতি নয়। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী এক প্রতিভাবান জাতি। নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে হাজার বছর ধরে বাস্তুচ্যুত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে বিশ্বময়। বিগত শতকেই কোনোভাবে একটি স্বভূমি জুটল তাঁদের জন্য। সারা বিশ্ব থেকে ইহুদিরা ছুটে এলেন তাঁদের হারানো স্বদেশের খোঁজে। ইতিহাসের কোলে ঠাই পেয়েছে তাঁদের শ্রমের কথা—যার ফলশ্রুতি আজকের জেরুজালেম। বিশ্বের প্রাচীনতম এই জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলে সবারই নজর কাড়ে। আইনস্টাইন তো ইহুদি ছিলেন। আজো সারা বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে আছেন অধ্যাপক, গবেষক, বিজ্ঞানী রূপে ইহুদি জাতির মানুষরা। এহেন একটি জাতি কী করে ভুলে গেল তাঁদের উপর হিটলারের ঘৃণা ও নিপীড়নের কথা, গণহত্যার কথা। গাজা ভূখণ্ডে প্রতিদিন আকাশ পথে এসে অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে ইজরায়লি ব্যোমযান। স্থলপথেও ট্যাংকবাহিনী অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা সহ পাঁচ শতাধিক আরব। নিজেদের ইতিহাস থেকে প্রকৃত শিক্ষা না নিয়ে হিটলারের বীভৎসতারই অনুসরণ করে চলেছে তারা। সিউড়ে উঠছি আমরা ঘৃণায় যন্ত্রণায়। অবাক হচ্ছি কী করে হিটলারের পথই এরা বেছে নিয়েছে। আর তাকে মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কিনা নিজের দেশের গণতন্ত্রের জন্য গর্ব করে। আসলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বজায় রেখে বিশ্বব্যাপী অ-গণতন্ত্র, স্বৈরাচারকে মদত দেওয়ার মাধ্যমে নিজের বিশ্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য।

কিন্তু এই মুহূর্তে শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর আহ্বান, মদগর্বী জেরুমালেম থামাও তোমার অস্ত্রবাণ, নিজের ইতিহাস থেকে প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে যে জাতীয় গর্বকে ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছো, তা থেকে বিরত হও। মদতদাতা মার্কিনিদের মানুষ ঘৃণার যে আগুনে দগ্ধ করে তোমাদের প্রতি সেই ঘৃণাই আজ বর্ষিত হচ্ছে। আমরা ধিক্কার জানাই এই বর্বরতাকে। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, হিটলারের বর্বরতা চিরস্থায়ী হয়নি। তার করুণ পরিণতির দিকেই কি এগিয়ে চলেছো তোমরা?

১৬ জুলাই বর্ধমানের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী রাইচাঁদ সুরানাকে তুচ্ছ কারণে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কার্জনগেটে বিক্ষোভরত ব্যবসায়ীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কবে থেকে হিজরি সন শুরু হয়? কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে?
২. বর্ধমানে প্রথম হাসপাতালের কবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল? বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ কত জমি ও টাকা দান করেছিলেন? কবে কী নামে এই হাসপাতালের উদ্বোধন হয়? কে করেন?
৩. 'ছেড়ে দাও রেশমি চুরি বঙ্গনারী ...' কে কবে গেয়েছিলেন? কোথায়?
৪. একটি মালয়েশিয়া বোয়িং ৭৭৭ বিমান ভেঙে পড়ে, কবে কোথায়? কতজন যাত্রী ছিলেন? এর মধ্যে এইডস্ গবেষক কতজন ছিলেন? তাঁরা কোথায় যাচ্ছিলেন?
৫. বিশ্ব ম্যান্ডেলা দিবস কবে? রাষ্ট্রসংঘ কত সালে সিদ্ধান্ত নেয় এই দিবস পালনের?
৬. বিপ্লবী, রাষ্ট্রনেতা শান্তিতে নোবেলজয়ী নেলসন ম্যান্ডেলা কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
৭. ভারত স্বাধীনতা পাবে এই স্বাধীনতা আইনে ষষ্ঠ কিং জর্জ কবে স্বাক্ষর করেন?
৮. প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৯. বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত কবে কোথায় প্রয়াত হন? কবে কোথায় জন্ম হয়েছিল?
১০. কলম্বিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১১. বিশ্বের প্রথম এভারেস্টজয়ী এডমন্ড হিলারীর কবে কোথায় জন্ম হয়েছিল? কবে তিনি এভারেস্ট জয় করেন? সঙ্গে কে ছিলেন?
১২. কোন মহাকাশ যানে চড়ে নীল আর্মস্ট্রং, এড্রুইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স চাঁদে যাত্রা শুরু করেন, কবে তাঁরা চাঁদের বুকে পা দেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

তালুকদারের ভালুক এবং গোপাল ঠাকুরের শালুক

সুনামী গুপ্ত

শৈশবে একটি মজাদার কবিতার লাইন প্রায়ই আওড়ানো হত—'তালুকদারের ভালুক গেল শালুক খেতে পুকুরে।' তারপর ভালুকটার কী দশা হয়েছিল, সে কথা অনেকেরই জানা। আবার একটি বাংলা প্রবাদবাক্যও মনে পড়ে— 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।' এখন, তালুকদারের ভালুক এবং গোপাল ঠাকুরের শালুক চেনার বিষয়টির নতুন তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছি। আমাদের দেশে ক্রমশ বিশ্বায়িত তালুকদারির আধিপত্য বেড়েই চলেছে। এই সব তালিকায় মার্কিন মহাপ্রভু হলেন সবচেয়ে খানদানি তালুকদার। আর তাদের পোষা এদেশীয় ভালুকেরা আসমুদ্র হিমাচল ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে— কোথায় সুস্বাদু শালুকের খোঁজ পাওয়া যায়। এ তো শালুকের খোঁজ নয়, কবি সুকান্তের ভাষায়—'সব চেয়ে ভালো খেতে গরিবের রক্ত।' আর তালুকদারদের নিয়োজিত ফড়েরা চন্দনতিলক এঁকে, নামাবলী গায়ে চাপিয়ে ভালুকদের শালুক চেনাচ্ছেন। এঁরাই হলেন গোপাল ঠাকুর। এই গোপাল ঠাকুরেরা রাজ্যে রাজ্যে শালুক দিয়ে কেমন করে শোষক মালিকদের সন্তুষ্ট করা যায়, তারই পুজোপাট চালাচ্ছেন।

কেন্দ্রের বি জে পি পরিচালিত সরকার এখন দেশ-বিদেশের রাঘব-বোয়াল, হাঙর-কামটদের চোখের মণি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদী এখন আর মার্কিনমুলুকে অচ্ছুৎ নন, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য ওবামা প্রশাসন সাগ্রহে প্রতীক্ষারত। তাঁর সরকার কথা রেখেছে। কর্পোরেট জগতের দাবি-দাওয়া পূরণের সমস্ত ব্যবস্থাই রেল-বাজেট এবং আট মাসের প্রস্তাবিত বাজেটে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক, বিমা তো বটেই, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ নিদারুণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে আর এক মনোমোহিনী মায়াধূম্রজালের অবতারণা ঘটেছে। কোনও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর থাকলেও বিপুল সংখ্যাধিক্যের ধ্বনি-ভোটে সবকিছুই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে দেখা যাচ্ছে— একটা দেশের মধ্যে দুটি সত্তার বিভাজিত রূপ—একটির নাম 'ইণ্ডিয়া', এখানে 'ডুডু' এবং 'মধু'র ভোগলালসার উদ্দাম প্রবাহ অব্যাহত। আর-একদিকে 'ভারত-ভারতবর্ষ' যেখানে গরিব-দুঃখী মানুষের কান্না-ঘাম-রক্তের মর্মন্তুদ করুণ পরিস্থিতি। খাবার জিনিস, নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়লে 'ইণ্ডিয়া'র বাসিন্দাদের কুছ-পরোয়া নেহী। কিন্তু যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, 'যাদের জীবন-ভরা শুধু আঁখিজল', সেই মানুষগুলি ভারতের-ভারতবর্ষের বাসিন্দা। তারা 'ইণ্ডিয়া'র কেউ নয়। 'ইণ্ডিয়া'র ভালুকেরা যাতে দাপিয়ে বেড়াতে পারে, তারই ব্যবস্থা একেবারে পাক্কা। 'হে পদ্মগন্ধী মধুর সন্ধানীরা, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। হে কর্পোরেট মহাপ্রভুরা, তোমরা অবাধে গোপাল ঠাকুরের শালুক-নৈবেদ্যে সমস্ত পাপস্খালন করো। অহং ত্বাম্ সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িস্যামি, মা শুচঃ।'— এই বাণী দিকদিগন্তে নিনাদিত হচ্ছে। 'মা ভৈঃ, আমার নারায়ণী সেনা না থাকুক, আর এস এস বাহিনী আছে। হেডগেওয়ার, সাভারকার, গোলওয়ালকারেরা যে বীজ পুঁতেছিলেন, আজ তা শস্যশালিনী মহীরুহে পরিণত। বি জে পি-র মুখোশের আড়ালে আর এস এস বাজিকরেরা কলকাঠি নাড়তেই থাকবে। এসো, সম্মিলিত ভাবে প্রত্যাশিত সুদিনের জন্য অপেক্ষা করি।' এই সুদিনের ঘোষণায় যারা আশ্বস্ত, তারা ইউ পি এ-র আমলেও 'ডুডু' এবং 'মধু' নির্দ্বিধায় ভোগ করেছে, আর এখন তো তাদের বহু-কাঙ্ক্ষিত নরেন্দ্র-মোদী আর অমিত শাহ্দের নির্দেশিত পথেই সুচারু পরিক্রমার সুযোগ এসেছে।

এই রাজ্যের শাসকদলও তালুকদারের ভালুকের মতো দেশি-বিদেশি কর্পোরেট প্রভুদের সেবাদাসত্ব করে যাচ্ছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইঙ্গ-মার্কিন -ফরাসি-জার্মান সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে মধুরাতের মিলনমেলা হয়েছিল, সেখানেই কীভাবে বামপন্থা এবং বামফ্রন্টের শাসনকে পর্যুদস্ত করা যাবে, তারই ব্লু-প্রিন্ট রচিত হয়। সেই মোতাবেক পরিবর্তনের আওয়াজ নিনাদিত করে বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশকে সামনে রেখে প্রচারের ঝড় তোলা হল। এখন তাঁদের একটা অংশ ভুল বুঝতে পারলেও কর্পোরেটদের দেনা তো শোধ করতেই হবে। তাই আর এস এস নয়, এখানকার শাসকরাই ফ্যাসিবাদের পতাকা বহন করে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছে। লোকসভা ভোটের আগে নরমে-গরমে অনেক প্রতিশ্রুতি ও হম্বিতম্বি করে এই রাজ্যের মহিমাকে যতই প্রচার করা হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে মোদী-সরকারের সঙ্গে আপোষের সমস্ত পথই খোলা রইল। বামপন্থার ভবিষ্যতের কথা বামপন্থীরাই ভাববে, এটাই স্বাভাবিক। তাই রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে তাঁরাই পথে নেমেছেন। কিন্তু শ্যাম রাখি না কুল রাখি এই অবস্থাতে লোক-দেখানো প্রতিবাদ জানালেও কর্পোরেট প্রভুদের বিরুদ্ধে এখানকার শাসকদলের কোনও বক্তব্য নেই। তাই লোকসভাতে আলোচনা করতে গিয়ে শাসকদলের বাঘা বাঘা সাংসদরা কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই ইনিয়ে-বিনিয়ে সমর্থনের বার্তা ঘোষণা করেছেন।

এ এক অদ্ভুত সময়। গত তিন বছরে এ রাজ্যে ছিটেফোঁটা বিনিয়োগ হয়নি। প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানাগুলি একের পর এক ধুঁকছে। ডানলপ, জেসপ, হিন্দ-মোটর, হলদিয়া, দুর্গাপুর আসানসোলের বৃহৎ-শিল্প, ছোট-খাটো কারখানাগুলি হয় বন্ধ হয়ে গেছে, নয়তো ধুঁকছে। এখানে শোষণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, প্রতিবাদী আন্দোলন করা যাবে না। কিন্তু মালিকের সাসপেনসন অফ ওয়ার্কস্-এর ফতোয়া জারির অধিকার অব্যাহত। আর একদিকে তোলাবাজি, শ্রমিক আন্দোলনের নামে সরকার ও শাসকদলের তাণ্ডবে এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেবার প্রক্রিয়াও চলছে। জামুরিয়ার শ্যাম-সেল কারখানায় এই দলের ৩ নেতার তোলাবাজির দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ মালিকপক্ষ পুলিশ প্রশাসন, শ্রম-দপ্তর এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও সব ঘটনা জানালেও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—আমার দলে কোনও তোলাবোজ নেই। কয়লা-খনিতে মাফিয়াদের তাণ্ডবে ই সি এলের এক ম্যানেজার চরমভাবে আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। বার্ণ-স্টাণ্ডার্ড কারখানায় তালা ঝুলছে। ডাক-ব্যাক বন্ধ হয়েছে অনেকদিন খোলার নামগন্ধ নেই। শালিমার পেন্টস-এর মতো শতাব্দী প্রাচীন রঙের কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার শ্রমিক ও তাদের পরিজনদের মৃত্যুর মিছিল চলছেই। কিছু খয়রাতির ঘোষণা করেই এঁদের মন্ত্রী-সান্ত্রীরা হাত ধুয়ে ফেলছেন। কিন্তু চা-বাগিচাগুলি খোলার কোনও উদ্যোগ নেই। উৎসব পরবের খাতে রাজকোষ নিঃস্ব করে উন্নয়নের ঢাক বাজছে। আকাশছোঁয়া জিনিসের দাম। এতে 'ইণ্ডিয়া'-নিবাসী ওপরতলার মানুষদের কিছু যায়-আসে না। আর একদিকে ভারতের অন্যান্য হতদরিদ্র মানুষের মতোই এখানকার গরিব-গুর্বোরা মরনের দিন গুনছে। 'সবই ছোট্ট ঘটনা এবং মিডিয়ার অতিরঞ্জন'—এই বলে এখানকার শাসকরা কেন্দ্রীয়-সরকারের মানুষ-মারা নীতিকে সমর্থন করবেই— সেই আঁতাতের লক্ষণ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। গাজা ভূখণ্ডে নিরীহ সাধারণ-মানুষের ওপর মার্কিন-মদতপুষ্ট ইজরায়েলের বাহিনী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালালেও তার বিরুদ্ধে এরা এতটুকু রা কাড়ছে না। সমস্ত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে কারা? সেই বামপন্থীরাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে সোচ্চার। গোপাল ঠাকুরেরা শালুক চিনেছেন। তাই, ভ্রষ্টাচার-দুর্নীতির পাঁকের ভেতর থেকে কেবল পদ্মফুল নয়, জোড়া ফুলেরও মাখামাখি উত্থান গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বরকে বিপন্ন করে তুলেছে। শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর এই অবস্থা কখনও চিরদিনের হতে পারে না। আক্ষেপ করে বলার দরকার নেই—

প্রত্যহ কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন যে সত্যি হয় না আহা।

ইতিহাসের উল্টোরথ একদিন থেমে যাবেই। যা সত্য, যা শুভ, যা মানবিক তার চূড়ান্ত বিজয় অনিবার্য।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ বদ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২০ জুলাই : আজ বিধাননগরের আরণ্যক-এ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ বদ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর ৮০তম জন্মদিবসে সংবর্ধনা জানালেন তাঁর গুণমুগ্ধ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও দুর্গাপুরের শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ। এই উপলক্ষ্যে, প্রান্তর প্রকাশনের পক্ষ থেকে ডঃ বদ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবতম প্রবন্ধ- গ্রন্থ, ''রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভাবনা'' প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করা হয় তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ পুঞ্জিত নীরবতার দ্বিতীয় সংস্করণ। তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত সুনীতিপ্রসাদ মণ্ডল সম্পাদিত একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরুণ নায়েক, ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, মৃণাল বনিক, পুষ্প কর, এস পি ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকরা। সভাপতিত্ব করেন ডঃ রামদুলাল বসু।

প্রয়াত তৃপ্তি গুহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ জুলাই : সি পি আই (এম) বর্ধমান শহর ১ লোকাল কমিটির সদস্য, মহিলা আন্দোলনের নেত্রী ও বর্ধমান পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার তৃপ্তি গুহ-র জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ৬৬ বছর বয়সে ১৭ জুলাই কলকাতার গড়িয়ায় তাঁর মেয়ের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের সদস্যদের গভীর সমবেদনা জানিয়েছে সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটি।

প্রসঙ্গ ২০১৪-১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট : কিছু চিন্তা, কিছু ভাবনা

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

(১)

বাজেট নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যতটা তাপ-উত্তাপ অনুভূত হয়, তা অন্য কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। আবার 'আচ্ছা দিন' আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের দেশে যে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বি জে পি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তার পেশ করা প্রথম বাজেট নিয়ে সকলের মধ্যে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের মতো অকর্মণ্য অর্থনীতিবিদদের এই সময় একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনগণের কাছে বাজেটের ভাল-মন্দ দিকগুলি তুলে ধরার কাজে। অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ের মতো বাজেট আলোচনা থেকেও আমরা দুটি সুস্পষ্ট মতবাদের পরিচয় পাই। 'ধনতন্ত্র ও নয়া উদারনীতিবাদ'-এর পক্ষে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটানো। অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে বাজেটের মাধ্যমে বেশি করে উন্মুক্ত করতে হবে। এর ফলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা বাড়বে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে তরান্বিত করবে। পরিশেষে, এই বৃদ্ধি উপচে পড়ে দরিদ্র জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হবে (যা Trickle Down Theory নামে অভিহিত)। আলোচনা থেকে দেখব, এবারের বাজেট ১৯৯০-৯১ সাল থেকে প্রস্তুত করা অন্যান্য বাজেটের মতো এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আবার বর্তমানের (২০১৪-১৫) কেন্দ্রীয় বাজেট এই মতবাদ অনুসরণে অতীতের অন্যান্য বাজেটগুলির তুলনায় অধিকতর মনোযোগী।

বাজেট বিশ্লেষণে অপর ধারার প্রবক্তারা হচ্ছেন 'বাম ও সমাজতান্ত্রিক' মতবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ—যারা মনে করেন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে কল্যাণকর (Welfare State) এবং বাজেটের মাধ্যমে যেমন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে তেমনই দরিদ্র জনগণের পক্ষে আয় ও সম্পদের পুনর্বন্টন করা হবে। কিন্তু আমরা দেখব, ২০১৪-১৫ সালের কেন্দ্রিয় বাজেটটি এই ধরার অর্থনীতিবিদদের হতাশ করেছে।

বাজেট সম্পর্কে মতবাদের আর একটি ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে—বিশেষত আমাদের রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আশ্রিত কতিপয় অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে। যাদের কাজ থেকে একসময় পুঁজিবাদী অর্থনীতির গুণগান শোনা যেত, এখন তারা ঋণগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে অধিকতর সুবিধা দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি এমন একটা অবস্থান নিচ্ছেন যা 'লুম্পেন পুঁজিবাদের পক্ষে এবং যা থেকে উদ্ভব হবে 'লুম্পেন প্রলিতারিয়েত'-এর। এদের সুবিধাবাদী অবস্থান এবং চিন্তার অস্থিরতা অন্যদের পীড়া দেয়।

নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিগত বাজেটগুলি থেকে এই বাজেট কতটা পৃথক এবং আপতদৃষ্টিতে এর ভালো দিকগুলি কী—তা আমরা প্রথমে আলোচনা করব। পরে এই বাজেটের প্রকৃত অভিমুখ কী, তা বোঝার চেষ্টা করব।

(২)

মোদি সরকারের এই প্রথম বাজেটটি খুব অল্পদিনের মধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি মহাশয় প্রস্তুত করেছেন। সে কারণে ওনার ধন্যবাদ প্রাপ্য। বাজেট তৈরিতে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না এবং মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (CEA) ছাড়াই তিনি এই বাজেট প্রস্তুত করেছেন এমন একটি সময়ে যখন বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, ভারতীয় অর্থনীতি বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন এবং ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। এই বাজেটের ভাল দিকগুলি উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় দেশে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য আয়-করে কিছুটা (৫০ হাজার) ছাড়া দেওয়া হয়েছে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য (৮০C ধারায় আরো ৫০ হাজার টাকা ছাড়ের মাধ্যমে) উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য কিছু প্রকল্পভিত্তিক কেন্দ্রীয় অনুদান তুলে দিয়ে সরাসরি অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্পের জন্য মূলধনবাবদ ক্ষয়ক্ষতির খরচ যাতে তাড়াতাড়ি উঠে আসে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাবদ বা দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে করের বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। বহু আলোচিত দ্রব্যসেবার উপর আরোপিত কর (G.S.T) বিধি এবং প্রত্যক্ষ কর বিধি (D.T.C) লাগু করার জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল চিহ্নিত করা হয়েছে—এই বিধিগুলি কর কাঠামো সংস্কারের জন্য এখন প্রয়োজনীয়। গ্রামীণ গৃহ ও রাস্তা নির্মাণ, উৎপাদনের জন্য বিশেষ অঞ্চল গঠন, টয়লেট নির্মাণ, দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং, আরো বেশি করে IIT(৫টি), IIM(৫টি) গঠনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় জোর দেওয়া, AIIMS -এর ধাঁচে ৪টি উন্নত হাসপাতাল তৈরি, চাষের কাজে সংবাদ প্রদানের জন্য কিষাণ টি.ভি, দেশে ইনটারনেট প্রসার ও ডিজিটাইজেসনের ব্যবস্থা, গঙ্গায় জলপথে পণ্য চলাচলের জন্য (এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত) 'জল-মার্গ বিকাশ' প্রকল্প, দেশে জলস্তর উন্নয়নের জন্য 'নীরাঞ্চল' প্রকল্প, মহিলাদের জন্য 'বেটি বাঁচাও বেটি পঠাও' যোজনা, গঙ্গার দূষণমুক্তির জন্য 'নমামি গঙ্গা' প্রকল্প, ১০০ টি উন্নত(Smart) শহর গঠন ইত্যাদি এই বাজেটে স্থান পেয়েছে, যা উৎসাহব্যাঞ্জক। কিন্তু আমাদের মতো বিশাল দেশে এই ধরনের কয়েকটি প্রকল্প এবং অধিকাংশ প্রকল্পগুলিতে নগণ্য অর্থসংস্থানের মধ্য দিয়ে এই বাজেটটিকে সঠিক বোঝা যাবে না। এর প্রকৃত অভিমুখ আমাদের অনুধাবন করা উচিত।

(৩)

বাজেট পেশের সময় মাননীয় জেটলি উল্লেখ করেছেন যে দেশে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে ৭ থেকে ৮ শতাংশ (যা বর্তমানে ৫ শতাংশের নিচে) এবং রাজস্ব ঘাটতি বর্তমানের ৪.১ শতাংশে আবদ্ধ থাকবে, পরের বছর তা কমে দাঁড়াবে ৩.৬ শতাংশ, তারপরে ৩ শাতংশ। বাজেট প্রস্তাবে প্রতিরক্ষা ও বিমা শিল্পে ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলি যাতে বাসেল-৩ নিয়ম মেনে চলে তার জন্য এই ব্যাঙ্কগুলিতে ২০১৮ সালের মধ্যে নতুন করে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। তার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে আরো বেশি করে বেসরকারিকরণ করা হবে তাদের শেয়ার বিক্রি করে। এ বছরের বাজেটে ধরা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে ৫৮,৪২৫ কোটি টাকা তোলা হবে। সার ও খাদ্যে ভর্তুকি কমিয়ে শুধুমাত্র দরিদ্রতম জনগণকে সুবিধা দেওয়া হবে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের (NREGA) ধরণ পরিবর্তন করা হবে এবং জমি বিলের মাধ্যমে যে তথাকথিত উচ্চহারে পূরণের ব্যবস্থা আছে তা রোধ করা হবে। শিল্পগুলির কাছ থেকে যে পুরানো ৪ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া কর প্রাপ্য আছে তা উচ্চস্তরের কমিশন গঠন করে নিষ্পত্তি করা হবে।

বাজেটের এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি থেকে মূলত দুটি অভিমুখ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, আমরা আরো বেসরকারিকরণ ও ব্যক্তি মালিকানার দিকে ঝুঁকছি। দ্বিতীয়ত, এই বাজেটে গরিব মানুষকে উপেক্ষা করে 'শিল্প বান্ধব' নাম নিয়ে বিত্তশালীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে চলেছি। অধিকন্তু, এই বাজেটে পেশ করা তথ্যগুলির মধ্যে বিচ্যুতি আছে।

এই বাজেটে ধরা হয়েছে কর ছাড়ের জন্য প্রত্যক্ষ কর থেকে ২২ হাজার ২ শত কোটি টাকা কম রাজস্ব পাওয়া যাবে এবং পরোক্ষ কর থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটবে ৭, ৫২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ সাধারণ জনগণের উপর অধিকতর কর চাপিয়ে এবং ধনী ব্যক্তিদের কর ছাড়ের সুবিধা দিতে গিয়ে নিট রাজস্ব ক্ষতি হবে ১৪, ৭৭৬ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, কোনো ব্যয় না কমিয়েও (এই রাজস্ব ক্ষতি অবস্থায়) আগের মতো রাজস্ব ঘাটতি কীভাবে ৪.১ শতাংশে আবদ্ধ করা যাবে তা বোঝা গেল না। এর ফলে যা দাঁড়াবে তা হল হয় মুদ্রাস্ফীতি, নতুবা সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যয় সংকোচন।

(৪)

পূর্বতন সরকারের আমলেই বিমা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের (২৬ শতাংশ) অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু ভারতের বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি এবং এল আই সি আই-এর সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। এ কারণেই হয়ত লাভজনক ও দক্ষ এল আই সি আই-এর বেসরকারিকরণের জন্য এবং বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি কর্তৃক অধিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ঊর্দ্ধসীমা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৪৯ শতাংশ। আবার স্পর্শকাতর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের পক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, আমরা বিদেশ থেকে যে যুদ্ধাস্ত্র কিনি তা দেশের মধ্যেই তৈরি করার ব্যবস্থা হবে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এরফলে কর্মসংস্থান বাড়বে। প্রয়োজনে BEL, BEML, BHEL ইত্যাদির অধিকতর বেসরকারিকরণ করা হবে। এই যুক্তি অর্থনীতিতে 'আমদানি পরিবর্ততা'র যুক্তি হিসাবে পরিচিত। যা অনেক সময় অদক্ষ একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটায় এবং প্রতিরক্ষার মতো ক্ষেত্রে যেটা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে।

আগের জোট সরকার দেশের লাভজনক সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে উঠতে পারেনি সহযোগী দলগুলির বিরোধিতায়। কিন্তু বর্তমানের সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এই বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। এর ফলে রাষ্ট্রের অধীন লাভজনক ও নবরত্ন শিল্পগুলিকে বিক্রি করে দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের আরোও সংকোচন ঘটানো হবে। এর কারণ হয়ত, জনগণের কাছে নয়—দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে এই সরকারের দায়বদ্ধতা। যে কারণে, সম্ভবত এছাড়াও শিল্পপতিদের কাছ থেকে বকেয়া চার লক্ষ কোটি টাকা কর সাশ্রয়ের ব্যবস্থা ঘুরপথে করা হচ্ছে। আবার বাসেল-৩ নিয়মের যুক্তি দেখিয়ে ব্যাঙ্ক শিল্পে অধিকতর বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ অসাড় মনে হয়। আমরা জানি আমেরিকায় ওবামা প্রশাসন ২০০৮-এর সংকটকালে আর্থিক ক্ষেত্রে যে 'বেল-আউট' প্যাকেজ দিয়েছিল তা আমাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেত। অর্থাৎ বাসেল-৩ নিয়ম মানার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে নতুন টাকা সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় মূলধন দেওয়া যেত—বাজারে যে অর্থের আসল অনুপ্রবেশ ঘটবে না এবং নতুন করে এর জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে না। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য কেবল বাসেল-৩ মানা নয়, সমস্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ। যা বাজেটের অভিমুখ হিসাবে সুস্পষ্ট এবং এ ব্যাপারে আগের U.P.A সরকারের থেকে এক কদম আগে।

(৫)

আয়করে যে ছাড়ের কথা বলা হয়েছে তা আসলে অধিকতর বিত্তশালীদের জন্য বেশি সুবিধা দেবে। বছরে এক লক্ষ টাকার উপর সঞ্চয় এবং দেড় লক্ষ টাকার উপর গৃহঋণে সুদ বাবদ ছাড় নেওয়ার সুবিধা শুধুমাত্র উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যা থেকে নিম্ন বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষ সুবিধা পাবে না এবং বর্তমানের মুদ্রাস্ফীতির কথা ধরলে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত অবনমন ঘটবে।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য যে বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প (NREGA যা এখন MGNREGA নামে পরিচিত) চালু আছে, এই বাজেটে বলা হয়েছে, তাতে আগের মতো আর্থিক বরাদ্দ একই (৩৪ হাজার কোটি টাকা) থাকবে। কিন্তু আমরা জানি আগের বছর এই খাতে অর্থ বরাদ্দ ছিল ৩৩ হাজার কোটি টাকা এবং কাজ হয়েছিল ৩৮ হাজার কোটি টাকার। অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা মেটানো বাকি পড়ে আছে। অতএব আগের বছরের কাজের হিসাব ধরলে এ বছরে NREGA বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল (বকেয়া শোধ সহ) ৪৩ হাজার কোটি টাকা। মুদ্রাস্ফীতির হার ধরলে এটা দাঁড়ায় সাড়ে সাতচল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো, অর্থাৎ এই খাতে বরাদ্দ কমেছে আসলে ১৩,৫০০ কোটি টাকা। এর উপর খাদ্য সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমানো এবং NREGA-র সংকোচনের জন্য বিশেষ বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তা আমাদের জন্য কী দিন (আচ্ছা দিন না অন্য কিছু) নিয়ে আসাবে তার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

মহিলার নিরাপত্তার চেয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি স্থাপনে দ্বিগুণ অর্থবরাদ্দ, গঙ্গা মায়ের নামে প্রকল্প, আমেদাবাদ থেকে বুলেট ট্রেন চালু ইত্যাদি এই সরকারের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে। দ্বাদশ পরিকল্পনার সম্ভাব্য পরিমার্জন, পরিকল্পনা খাত ও পরিকল্পনা- বহির্ভূত খাত বিভাজনের অবলুপ্তি (শুধুমাত্র চলতি ও মূলধনি খাতের বিভাজন মানা), বিদেশি ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ এবং কালো টাকা উদ্ধারের পুরানো প্রতিশ্রুতির অননুলেখ, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে অর্থ সংস্থানের অপ্রতুলতা প্রভৃতি এই বাজেট সম্পর্কে সাধারণ জনগণের উৎসাহ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। আমরা সকলে যাতে এখন সব থেকে ব্যতিব্যস্ত সেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ সম্পর্কে এই বাজেটে বিশেষ কিছু বলা নেই। উপরুন্তু পেট্রোল, ডিজেল, কেরসিন ইত্যাদিতে ভর্তুকি তুলে দিয়ে জিনিসপত্রের আরো দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্ষণস্থায়ী অধুনা শেয়ার বাজারের রমরমা কিন্তু যা দীর্ঘকালে সংকট বয়ে আনে। এশিয়ান টাইগার বলে পরিচিত দেশগুলির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণে আনা যায়। উপচে পড়ার নীতি গ্রহণ করে অতীতে দেখা গেছে অর্থনীতিতে বৈষম্য, দারিদ্র ও Jobless Growth । এর সাথে মুদ্রাস্ফীতি ও সামাজিক ব্যয়ের সংকোচন ঘটলে সাধারণ জনগণ কোথায় যাবে? 'লুম্পেন প্রলিতারিয়েত'ই কি আমাদের শেষ পথ? না দরিদ্র সাধারণ জনগণ বামের পথে ঊষার আলো দেখবে? আমরা আশায় রইলাম।

লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক

মনিখাতে অতিথি পাখিদের সংখ্যা বৃদ্ধি

গ্রামবাসীরা চান চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হোক

আলেক শেখ, কালনা : ওরা আসে অতিথি হয়ে আসে বর্ষার আগমনী বার্তা নিয়ে। ঘর সংসার, প্রজননের পর বাচ্চা-কাচ্চা সংসার নিয়ে শীত পড়ার প্রাক মুহূর্তে ঘরে ফিরেও যায়। মনিখার এই অতিথিরা হল শামুকখোল প্রজাতির পাখি। এবার আরো বেশি সংখ্যায় এসেছে কালনা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামে। কিন্তু এই অতিথিদের নিয়ে গ্রামবাসীরা খুবই উদ্বিগ্ন। কারণ পক্ষী মাংসভুক্ চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা তাই চান বন্ধ হোক চোরাশিকারীদের এই অন্যায় দৌরাত্ম্য।

সমস্ত গ্রামবাসীই এই অতিথি পাখীদের ভালো বেসে ফেলেছেন। তাই এই গ্রামে কেউ পাখি হত্যা করে না। গ্রামবাসীরাই বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেউ পাখি মারলে তাকে জরিমানা দিতে হবে।

গত বছর রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ মনিখায়ে এসেছিলেন। সাথে ছিলেন বর্ধমান পুলিশ সুপার এম এস এইচ মির্জা। দু'জনেই পাখি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। মন্ত্রী গ্রামবাসীদের সামনেই কথা দিয়েছিলেন পাখিগুলির সুরক্ষায় তিনি কিছু ব্যবস্থা নেবেন। মন্ত্রী ফিরে যাবার পর গ্রামে রাজ্য সরকারের বনবিভাগের অফিসাররা এসেছিলেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের প্রকাশ্যেই জানিয়ে দেন তাদের কিছুই করার নেই। গ্রামবাসীরা হতাশ। তাদের এই হতাশা কাটাতে আর কেউ এগিয়ে আসেনি। জনৈক গ্রামবাসীর প্রশ্ন, পথের কুকুরদের জীবনেও সুরক্ষায় তৃণমূলের বিধায়ক তথা অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এখানকার পাখিদের সুরক্ষায় এমন কোনো সংস্থা এগিয়ে আসবে কি?

কালীপ্রসন্ন দত্তের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ১৭ জুলাই : গলসির সি পি আই(এম) নেতা কালীপ্রসন্ন দত্ত (৬৯) আজ ভোরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনাময় বিভাগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কর্কটরোগে ভুগছিলেন। অত্যন্ত সদালাপী, মিষ্টভাষী মানুষটি গলসি উচ্চ বিদ্যালয়ের এই শিক্ষক নয়ের দশকে টানা দশবছর গলসি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাঁর মরদেহ গলসি হাইস্কুল, গলসি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর হয়ে বুদবুদ-গলসি জোনাল কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। জোনাল সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, কৃষকসভার জোনাল সম্পাদক মতিয়ার রহমান সহ এলাকার নেতৃবৃন্দ, জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ চন্দ্র ও সাধারণ মানুষ তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মণ্ডল গ্রামে খুন বিধবা মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৮ জুলাই : ননদের হাতে খুন হলো বৌদি লতিকা দাস(৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ জুলাই বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মন্তেশ্বর থানার মণ্ডলগ্রাম পশ্চিম পাড়ায়। পারিবারিক পুরোনো বিবাদের জেরেই এই খুন বলে জানা যায়। ননদ মাধবী দাস ও তাঁর স্বামী বিশ্বনাথ দাস পলাতক।

হাসপাতাল চলছে ...

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুলাই : বামফ্রন্টের আমলে প্রায় কুড়ি বিঘা জমিতে গড়ে ওঠা হাসপাতালে এক সময়ে চলতো আউটডোর-ইনডোর পরিষেবা। ছিলো অপারেশন থিয়েটার, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য হাসপাতাল কর্মচারী। ছিল কর্মচারীদের থাকার জন্য কোয়ার্টার। কোয়ার্টারে থাকতেন ডাক্তার নার্স সহ অন্যান্য কর্মচারীরা। কালানা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫টি গ্রামের মানুষ বিনামূল্যে এখানে চিকিৎসা পেতেন, পেতেন সুস্থ-স্বাস্থ্য পরিষেবা। বজায় ছিলো অনাবিল মনোরম গ্রামীণ পরিবেশ। একথা বলেন প্রবীণ গ্রামবাসীরা।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে। কোলকাতা মেডিকেল কলেজ, এস এস কে-এম -এর উপর চাপ কমাতে জেলায় জেলায় ৩৪টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণা ঘোষণাতেই থেকে গেছে, না বাস্তবায়িত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করছেন এখন রাজ্যের মানুষ। আর কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মানুষ এখন প্রত্যক্ষ করছেন সহজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

ডাক্তার নেই, নার্স নেই, কর্মচারী নেই। স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। আছে জঙ্গলে আবৃত হয়ে খণ্ডহরের মতো একটি কাঠামো। শুধু ধ্বংসের অপেক্ষায়। তা সত্ত্বেও কালনা মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগের দাবি হাসপাতালটি চলছে। চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন এলাকার মানুষ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুশীল সিংহের বাড়ি সহজপুর গ্রামেই। স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি তিনি কিন্তু মানতে পারলেন না। তিনি বললেন, খাতায়-কলমে দেখানো হচ্ছে সপ্তাহে একদিন ডাক্তার বসছেন ঐ হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তারের আগমন ঐ হাসপাতালে আদৌ হয় কিনা আমার জানা নেই।

শোনা যায় দিনে নয় রাতে চলে এই হাসপাতাল। হাসপাতালে বাঁধা বোমা সরবরাহ হয় দূর-দূরান্তে।

বর্ধমান আর্ট কলেজের ছাত্র-বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানে শিল্পকলার ওপর স্নাতক স্তরে এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কলেজ শুরু হয় ২০০৩ সালে। কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কাননে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রদের অর্থেই কলেজটি চলে। এ বছর কলেজ কর্তৃপক্ষ ফি বৃদ্ধি করায় ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৭ জুলাই কলেজ চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীরা অবরোধে বসে পড়ে। এর জেরে আর্ট কলেজে এদিন ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আপাতত ফি বাবদ যে অতিরিক্ত অর্থ না নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি চৌধুরী নজরুল ইসলাম ওরফে সেখ নজরুল ইসলাম, পিতা প্রয়াত সেখ আব্দুল রেজ্জাক, বাহিরসর্ব্বমঙ্গলা পাড়া, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ জুলাই, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, কিছু সরকারি নথিপত্রে ভুলবশত আমার নাম সেখ নজরুল ইসলাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং পিতার নাম আবুল রেজ্জাক নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে চৌধুরী নজরুল ইসলাম, পিতা প্রয়াত সেখ আব্দুল রেজ্জাক এবং সেখ নজরুল ইসলাম, পিতা আব্দুল রেজ্জাক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৬ জুলাই ৬২২ খ্রিস্টাব্দ, পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এই দিনটি থেকে; ২। ১৬ জুলাই ১৯০৮ সাল বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফেজার, ৩০ বিঘা এবং ২০ হাজার টাকা, ১৯১০ সালের ৯ নভেম্বর, বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতাল; ৩। কবি মুকুন্দ দাস, ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই, এক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ছাত্র সমাবেশে; ৪। ২০১৪ সালে ১৭ জুলাই, ইউক্রেনের পূর্বে ডোনেৎস্ক প্রদেশের গ্রাবাভো অঞ্চলে, ২৯৮ জন, ১০০ জন গবেষক ছিলেন, অস্ট্রেলিয়ায় একটি সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন; ৫। ১৮ জুলাই, ২০১০ সালে; ৬। ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই, দক্ষিণ আফ্রিকার কুনুতে, মৃত্যু ৫-১২-২০১৪; ৭। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই; ৮। ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই, নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে, মৃত্যু ১৭-৫-১৯১৩; ৯। ১৯৬৫ সালের ১৯ জুলাই, পাটনায়, জন্ম বর্ধমান জেলার ওঁয়াড়ি গ্রামে ১৭ নভেম্বর ১৯০৮ সালে; ১০। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে ১৮১০ সালের ২০ জুলাই, রাজধানী বোগোটা; ১১। নিউজিল্যান্ডে ১৯১৯ সালের ২০ জুলাই, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে, সঙ্গী তেনজিং নোরগে; ১২। অ্যাপোলো-১১, ১৯৬৯ সালের ২১ জুলাই।

নাট্যজননী

—প্রথম পাতার পর

চাইতেন। সব অনুষ্ঠানে শুরুর আগে থেকে বসে থাকতেন। শুভ্রবসন পরিহিত। এক মাতৃরূপিণী মঞ্চমানবী। সবার আগে আসা চাই। গত বছর সেপ্টেম্বরে 'আয়নার' একটি অনুষ্ঠানে গোপাদিকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। অনেক আগেই অডিটোরিয়ামে শুভ্র উপস্থিতি। একটু পরেই এলেন নীলা কর। আমার আর এক আত্মজন। দু-জনে পাশাপাশি বসে অদ্ভুত এক বিতর্ক জুড়ে দিলেন। কে আগে যাবে। নীলাদি একুশটা রোগের ফিরিস্তি দিয়ে বলে বসলেন, আমার রিজার্ভেশন কনফার্মড, গোপাদি। আপনি এখনও অনেক সতেজ। নীলাদি, তুমি সোমবার (১৪/৭) বি সি রোড-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোপাদির কানে কানে কী কথা বললে? প্রতিশ্রুতিভঙ্গ?

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৯ —বারো বছর আমি বাবুরবাগ কালিতলায় একটি বাড়িতে ভাড়া থেকেছি। মঙ্গলদা-গোপাদির বাড়ি ছিলো কালিতলার খুব কাছে। ওঁদের গলিতে প্রায় প্রতিদিন যেতাম বিশ্বনাথ মালাকারের বাড়িতে। তপুদাকে দেখেছি, ঝিঁকিদিকে দেখেছি। ছোট্ট অরূপকেও দেখেছি। এর কয়েক বছর আগে মঙ্গলদার বড়ো ছেলে শান্তনু জলে ডুবে মারা যান। বাবুরবাগ থেকে মঙ্গলদারা বাড়ি বদলে চলে যান। ওঁদের সুভাষপল্লির বাড়ির নাম 'শান্তনুস্মৃতি'। মঙ্গলদার সঙ্গে ওই বাড়িতে সম্পর্কের গভীরতা বেড়েছে। এই সময়ে মঙ্গলদার সঙ্গে মৌলিকের সম্পর্কে দূরত্ব দেখা দেয়। মঙ্গলদাকে আর গোপাদিকে মাঝেমধ্যে বিমর্ষ দেখতাম। কিছু কথা বলেওছিলাম। আজ সে কথা থাক। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে—

মঙ্গলদার জন্যে একটি বেতার নাটক লিখে দিয়েছিলাম। আশপাশ। এই নাটক লেখানোর জন্য অন্তত সাতদিন ভোর বেলা থেকে আমাদের বাবুরবাগের বাসায় হত্যে দিয়ে থাকতেন মঙ্গলদা। গোপাদি আর মঙ্গলদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্রষ্টা। শেষদিন পর্যন্ত সরস্বতীর পদ্মবনের মালি। মঙ্গলদা মৃত্যুর কিছু দিন আগে সিনেমার ক্লাস করতে শুরু করে। অবসরপ্রাপ্ত রেলের টি টি /টি সি এখন ষাটোর্দ্ধ ছাত্র! খুঁড়িয়ে দৌড়ে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরে কোলকাতা। কতদিন এক সাথে গেছি। প্রবীণ শিক্ষার্থী বোঝাতেন জ্যাম জুম ফেড্ ইন। একরাশ স্বপ্ন নিয়ে মঙ্গলদার শট্ ফেড আউট। তখনই গোপাদির বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে গড়ে তুললাম মঙ্গল চৌধুরী নাট্য চর্চা কেন্দ্র। গোপাদির কী উৎসাহ! যেন জিওন কাঠির খোঁজ পেয়েছেন। মঙ্গলদার ভাই কুশলদা বোলপুরে থাকতেন। তিনিও অনুপম মঞ্চশিল্পী। তাঁরও উৎসাহ পেয়েছি। মঙ্গলচৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে 'মঙ্গল চৌধুরী' নামটির অমরত্ব চাইতেন গোপাদি। তাই ধীরে ধীরে বর্ধমানের নাট্যজগতের আপনজন—মাতৃরূপে উপস্থিত করেছিলেন নিজেকে। এই সংস্থাটি কোনো নাট্যদল নয়। নাট্য দলগুলির সম্মেলকমঞ্চ।

বর্ধমানের নাট্যদলগুলিকে তিনি দু-হাত উজার করে সাহায্য করে গেছেন শেষদিন পর্যন্ত। শুধু নাট্যদল? পথনাটিকা, সঙ্গীতানুষ্ঠান—সবেতেই তাঁর উদার হস্ত। বাড়িতে একটা গানের স্কুল চালাতেন। আমার মনে হত, মঙ্গলদার পেনসন আর গানের স্কুল — কোথা থেকে এত টাকা দেন। খুব কষ্ট পেতাম এই ভেবে, সব কিছু বিলিয়ে দিলে গোপাদির শেষ জীবন চলবে কী ভাবে! আমাকে একাধিকবার বলেছেন, তুমি কেন কিছু চাওনা? আজ অকপটে বলি, কোনদিন গোপাদির কাছে চার আনাও নিইনি অনুষ্ঠানের জন্য। একদিন বলেছিলাম, টাকা নয়, আপনি মা হয়েই থাকুন। আপনার স্নেহস্পর্শই থাক মাথায়। কী জানি, আমার মনে হয়েছে টাকা চেয়ে চেয়ে অনেক সাংস্কৃতিক দল গোপাদিকে বোধ হয় কিছুটা পেষণ করেছে। আসলে 'না' শব্দটি প্রয়োগ করতে তিনি জানতেন না।

মনেপ্রাণে আমরা অনেকে বামপন্থায় বিশ্বাস করি। কিন্তু গোপাদির বিশ্বাস যেন হিমালয়ের মতো। কী আস্থা! কী মর্যাদা! গত নির্বাচন (!!!)-এর প্রাক্কালে গোপাদির সঙ্গে পর্যবেক্ষকের কাছে 'ভোটাধিকার' চাইতে গিয়েছিলাম। তখনও সেই স্থিতধী মানুষ। প্রতিবাদে প্রতিরোধে তিনি সামনের সারিতে। মাঝে মাঝে মনে হত তিনি মা। আমরা ছা-পোষা বামেরা যখন বামাবৎ, তিনি তখন বোমার মতো রাস্তায় নেমে পথনাটিকা করছেন। কমলদার শহিদ হওয়ার দিন তিনি সারা রাস্তা হেঁটেছিলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে। আমরা তো ভুলি নাই—

গোপাদিকে ভোলা যায় না। ভুললে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে হয়। ভিতরে ভিতরে হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হাঁটাচলার কষ্ট ছাড়া কোনদিন প্রকাশ করতে চাননি। তাই যখন গেলেন, না জানিয়েই গেলেন। আমাদের বাড়িতে বহুদিন সভায় বা অনুষ্ঠানে এসেছেন। দোতলায় উঠতে খুবই কষ্ট হত। বলতেন, একতলায় মিটিং করো। বলে আবার টুক টুক করে উঠতেন। তখন বুঝিনি, সব কষ্ট লুকিয়ে তিনি একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধটা সময়ের সঙ্গে। অদ্ভুত আঁধারের সঙ্গে। শরীরের সঙ্গে।

মজিদসাহেব—আবদুল মজিদ সারাজীবন একটি স্বপ্ন লালন করে চলেছিলেন। তারাশঙ্করের কালিন্দী নামাবেন। নায়িকা নিয়ে সমস্যা ছিল না। সে গোপা আছে। মজিদদা গোপাও বলতেন, শিবানীও বলতেন। কালিন্দীর নায়ক রামেশ্বর নিয়ে যত সমস্যা। অত শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কে করবে। প্রথমে—বহু বছর আগে ঠিক করেন ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়কে খুব মানাবে রামেশ্বর চরিত্রে। সুবোধ রামেশ্বর, গোপা সুনীতি। নাটকের মহলা দু-চারদিন চলার মধ্যে সুবোধবাবু রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন। পরে শম্ভু বাগ নির্বাচিত হন। তিনিও চলে গেলেন। মঙ্গল চৌধুরীও প্রস্থান করলেন। শেষে আমাকে ধরলেন, রামেশ্বর করতে হবে তোকে। আমার বহুদিনের সাধ। কালিন্দী করব। তুই রামেশ্বর। গোপা সুনীতি।

—ধ্যুস, তাই হয়! গোপাদি আমার মাতৃসমা।

—ওরে, উমাশশীকে তো দেখিসনি। মেক্ আপে কী না হয়!

যাক আমাকে রামেশ্বর করতে হয়নি। কারণ নির্দেশক মজিদদা— মজিদ ভট্টাচার্য স্বয়ং নিষ্ক্রান্ত হলেন। গোপাদিকে বলেছিলাম এই কথা। উনি একটি কথাই বলেছিলেন, এঁরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা।

আজ 'বুদ্ধিজীবী' অভিধা শুনলেই গা শিউরে ওঠে। বিবামিষা জাগে। ভয় জাগে 'শিল্পী' অথবা 'নাট্যব্যক্তিত্ব' বিশেষণ শুনলে। কী জানি বাবা! হয় 'উদোম ক্যালানি' খাবো, নয় পুরস্কার। ভিক্ষা চাই না। কুকুর সামলাও। খোলাবাজারে মাঘ মাসে বাঁধাকপিরও দাম কিছু আছে। বুদ্ধিজীবীর সেটুকুও নেই! বিক্রি হবে বলে উবু হয়ে হাটে বসে আছে। হায় রে, এদের নিয়ে পণ্ডিত লেখে—

বুদ্ধি যাঁর জীবিকা তিনি বুদ্ধিজীবিক। বুদ্ধি যার জীবন তিনি বুদ্ধিজীবী।

গোপাদি কোনো দিন বিক্রিত হননি। কোনো দিন না। নিজের আদর্শের পথে অবিচল। মৃত্যুর পরেও বিকৃত হননি।

চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি নাট্যজননী জাহানারা হয়ে শ্বেতশুভ্র বসন উড়িয়ে বলছেন, এ তো বড়ো দুঃসময়, পিতা।

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

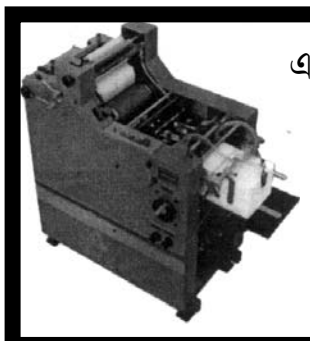

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

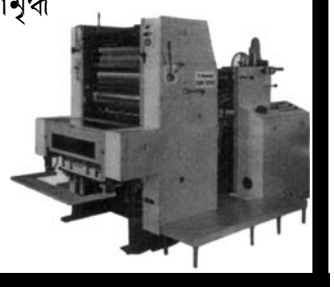

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা